২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাপার্ডের কার্যাবলী সম্পর্কিত প্রতিবেদন

ভূমিকা: 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' সংক্ষেপে 'বাপার্ড' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে- Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development যার সংক্ষিপ্তরূপ BAPARD প্রথমে এর যাত্রা শুরু হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'-শীর্ষক প্রকল্প হিসাবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিআরডিবি'র আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স' যাত্রা শুরু করে; দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন।

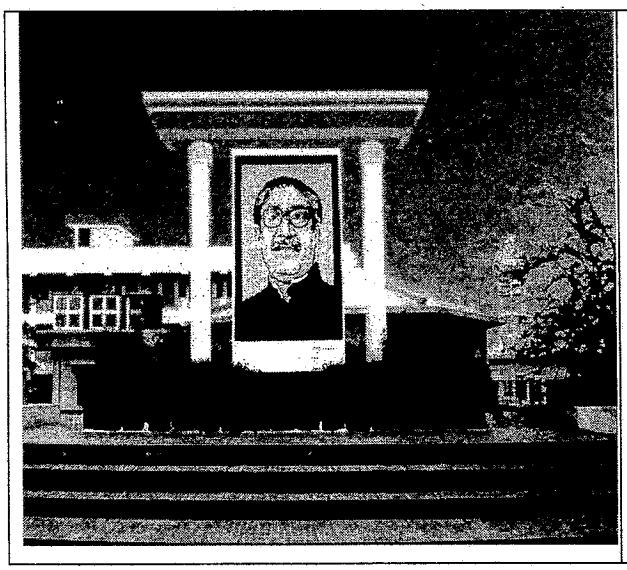

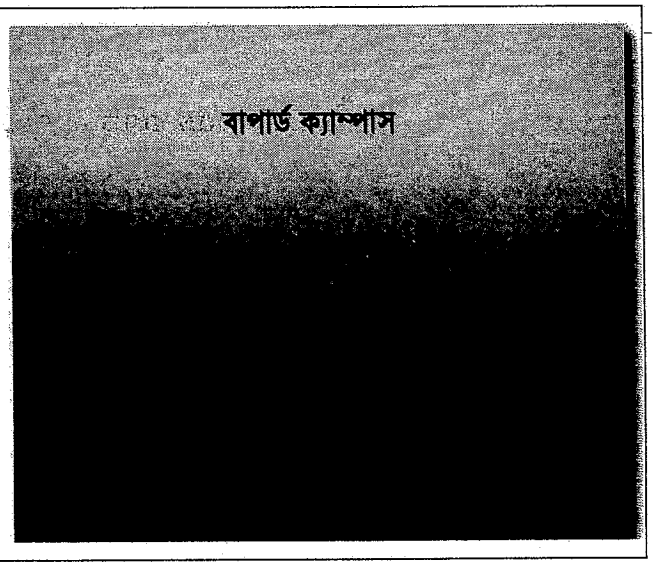

বাপার্ড ক্যাম্পাস

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স উদ্বোধন (১৩ জুলাই ২০০১)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাপার্ডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (১৬/১১/২০১১)
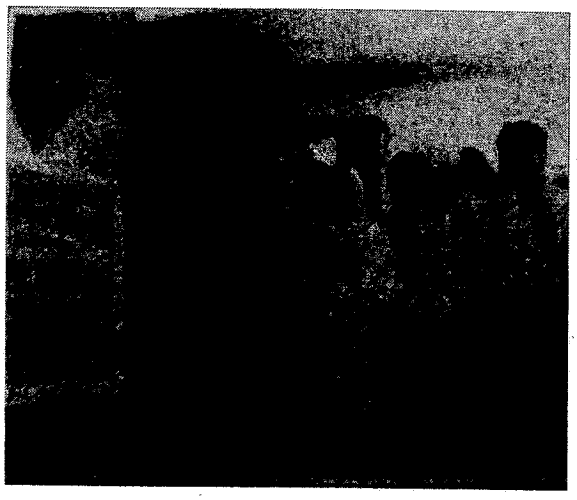	

প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'-টিকে 'একাডেমি'-তে উন্নীত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি [Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)]।

১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

২০১২ সালের ৮ মার্চ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২' (২০১২ সালের ১৪ নং আইন) প্রণীত হয়।

রূপকল্প (Vision): গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা।

অভিলক্ষ্য (Mission): প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করে চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন, আধুনিক ধ্যান-ধারণা লাভে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সহায়তা করা এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর।

কার্যাবলি (Functions): পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা ;

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা ;

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা ;

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা ;

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা;

দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করা;

কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক গবেষণা ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা;

গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা ;

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি নীতি নির্ধারকগণকে সহায়তা প্রদান করা;

একাডেমির উদ্দেশ্যের সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোন কাজ করা।

বাপার্ডের বর্তমান জনবল: বাপার্ডের জন্য ০১ জন মহাপরিচালক ও ০৩ জন পরিচালকসহ মোট ১০০ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ৮৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত। ১৬টি পদ শূন্য রয়েছে, এর মধ্যে ১ম শ্রেণীর ৯টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণযোগ্য এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৭টি পদ শূন্য রয়েছে।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের সহায়তায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাডেমিতে ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পালন, হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরি, কম্পিউটার বিষয়ক কারিগরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

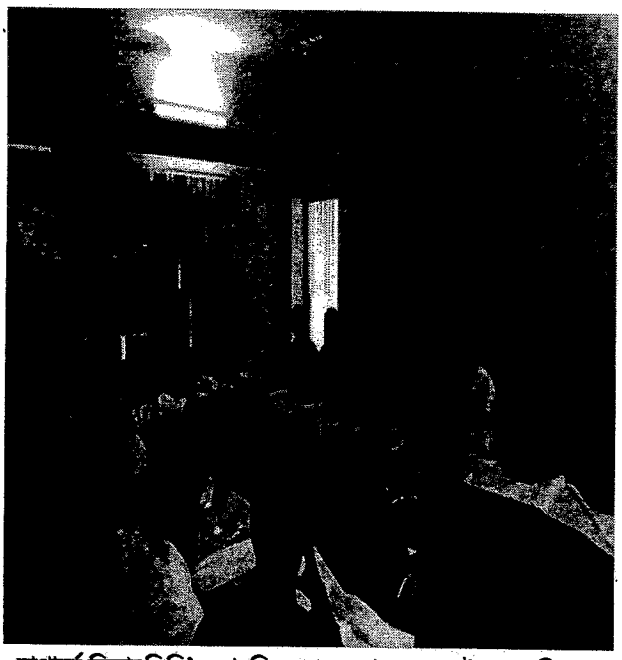

বাপার্ডে বিআরডিবি'র আরডিওদের চলমান দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

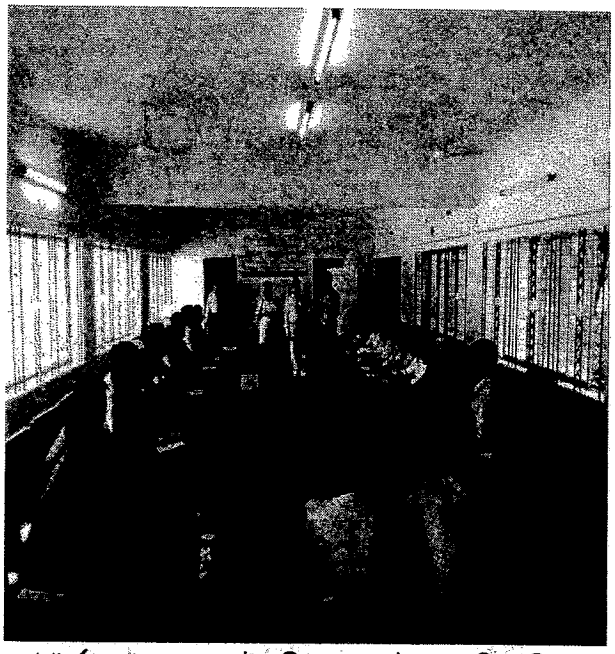

বাপার্ডে বেকার যুবকদের ইলেট্রিক্যাল ও হাউস ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ

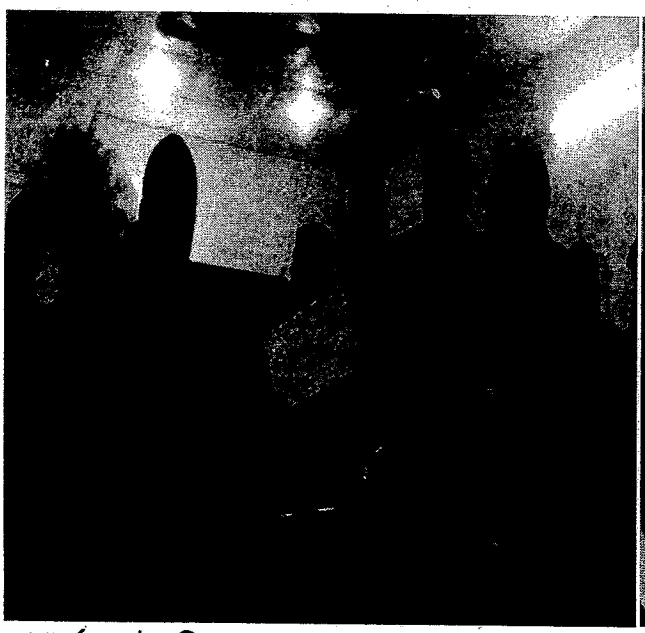

বাপার্ডে সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ১৮/০২/২০১৯খ্রি: মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সেলাই মেশিন বিতরণ

বাপার্ডে চলমান বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

গবেষণা কার্যক্রম: একাডেমির প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম অন্যতম। এ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উপকূলীয় জোয়ার ভাটা ও জলবায়ুর প্রভাব বিবেচনায় রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসাবে কাজ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা।

একাডেমি'র প্রশিক্ষণ অগ্রগতি: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' অধীনে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর প্রধান উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও পল্লী উন্নয়নে কাজ করা। বাপার্ডে কর্তৃক ২০০১-২০০২ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৪১টি ব্যাচে ৩৭,৬৫৬ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ ১৭,২৬৪ জন এবং মহিলা ২০,৩৯২ জন। তন্মধ্যে চলতি অর্থবছরে ৯৩টি ব্যাচে ৩,৭৩২ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি/বেসকারি সংস্থার সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে ৬টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বাপার্ডে কৃষি ও মৎস্য বিষয়ে প্রায়োগিক বিষয়ে গবেষণা চলমান।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার - সংক্ষেপ (জুলাই ২০১৮ জুন ২০১৯)

ক্র: নং	কর্মসূচির নাম	কোর্স সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা		
			পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
১.	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ	৬৫	১৩১০	১২৭৯	২৫৮৯
২.	উদ্বুকরণ প্রশিক্ষণ	০৮	২৬৪	৭১	৩৩৫
৩.	স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থী	২০	৬৪৮	১৬০	৮০৮
৪.	সেমিনার/ ওয়ার্কসপ	০৬	২২২	১২৮	৩৫০
মোট		**৯৯**	**২,৪২১**	**১,৬৩১**	**৪,০৫২**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকাশিত প্রায়োগিক গবেষণার তালিকা:

ক্রঃ নং	গবেষণা টাইটেল	গবেষকের নাম
১.	Study the Growth Performance of *Ompok Pabda* (Hamilton 1822) in Cemented Dewatering Canal at BAPARD Campus, Gopalgonj	মোঃ মাহমুদুন্নবী যুগ্ম পরিচালক (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ)
২.	Climate Change and Natural Disaster Management of Bangladesh: An Overview	মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক উপ পরিচালক (কৃষি)

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী: বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদ: মার্চ ২০১০ হতে জুন ২০২০খ্রি: প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা (৩য় সংশোধনী)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা। ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়। জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় ৯৮.৭১%। প্রকল্পের ক্রমবর্ধিত ব্যয় ৭৮.৯৮%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-কে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন জাতীয় পর্যায়ের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের উৎকর্ষ কেন্দ্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সুবিধাদি নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে-

(১) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(২) দারিদ্র্য বিমোচনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং

(৩) গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিরসন।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ অগ্রগতি:

ক) ১০ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ১০০%

খ) ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৯৭%

গ) ০৬ তলা বিশিষ্ট অফিসারদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৬৫%

ঘ) ০৬ তলা বিশিষ্ট স্টাফদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৫৬%

ঙ) কৃষি ও মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ১৮%

চ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ভৌত অগ্রগতি ৪০%

বাপার্ডের ২০১৯-২০ অর্থবছরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :

বাপার্ড ও বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ৩১৫০ জন (আয়বর্ধকমূলক ২৫০০ জন, উদ্বুদ্ধকরণ ৩২০ জন, ও স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থী ৩৩০ জন) সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন।

আমার বাড়ি আমার খামার (আবাআখা) প্রকল্প , এলজিইডি, বিআরডিবি, পিডিবিএফ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড (আইজিএ) ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন।

প্রদর্শনী কার্যক্রমের আওতায় বাপার্ডের ক্যাটল শেডে গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন কর্মসূচি;

প্রদর্শনী কার্যক্রমের আওতায় বাপার্ডের পোল্টি শেডে সোনালী জাতের চিক ও দেশী প্রজাতি মুরগী পালন কর্মসূচি;

বাপার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলার দুঃস্থ পুরুষ ও মহিলা এবং বাপার্ড কর্তৃক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা।

বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র্য ও দুঃস্থ মহিলাদের এক মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক বিনামূল্যে ১৮০টি সেলাই মেশিন বিতরণ।

বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য নার্সারী হতে সুফলভোগী/ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ৫০ হাজার মাছের পোনা বিতরণ।

বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে নার্সারী হতে ৫০০০ ফলদ, বনজ ও ঔষধি চারা সুফলভোগী/প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ।

বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান কৃষি বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শণী গ্রহণ করা হবে।

বাপার্ড ল্যাবরেটরি স্কুলে শেখ রাসেল আইটি ল্যাব স্থাপন।

বাপার্ড-এ কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ৪টি প্রায়োগিক গবেষণা করা হবে।

বাপার্ড ও বাপার্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ২টি সেমিনার আয়োজন করা হবে।

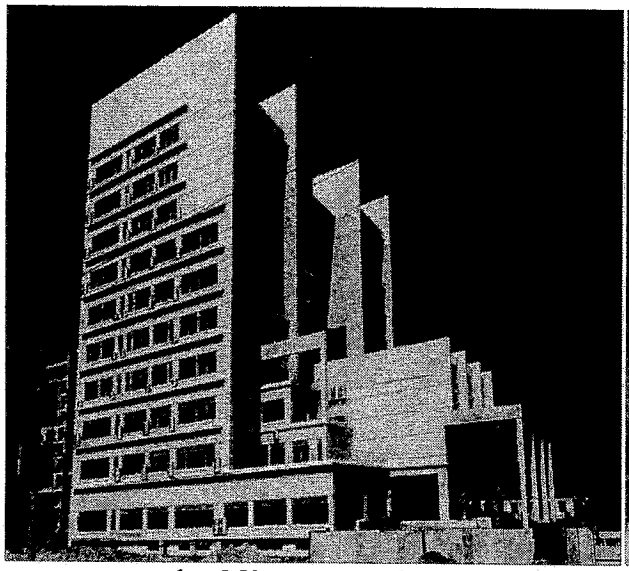

বাপার্ডে নব নির্মিত ১০ তলা প্রশাসনিক ভবন

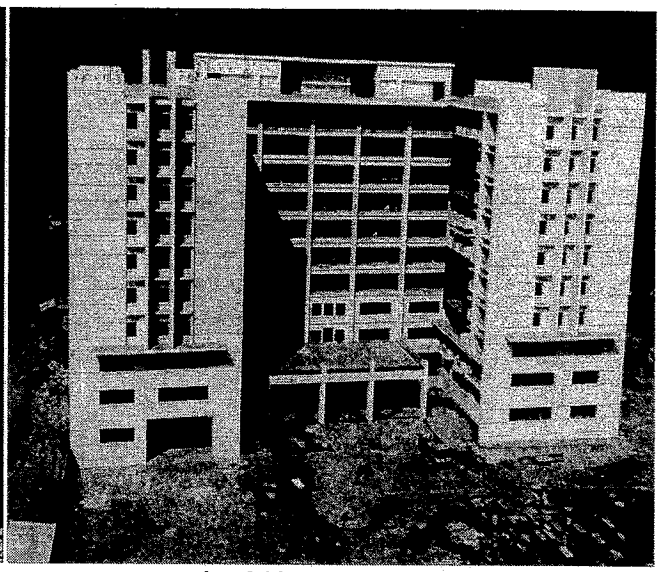

বাপার্ডে নব নির্মিত ১০ তলা হোস্টেল ভবন

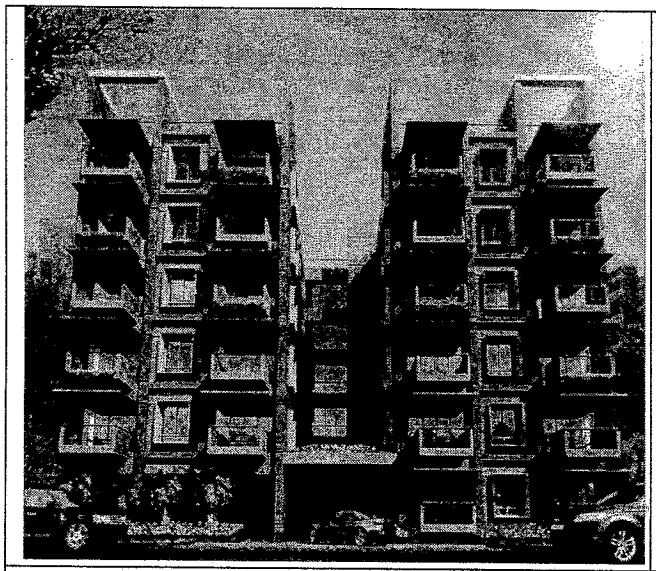

স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইনকৃত
অফিসার্স কোয়ার্টার্সের ত্রিমাত্রিক চিত্র।

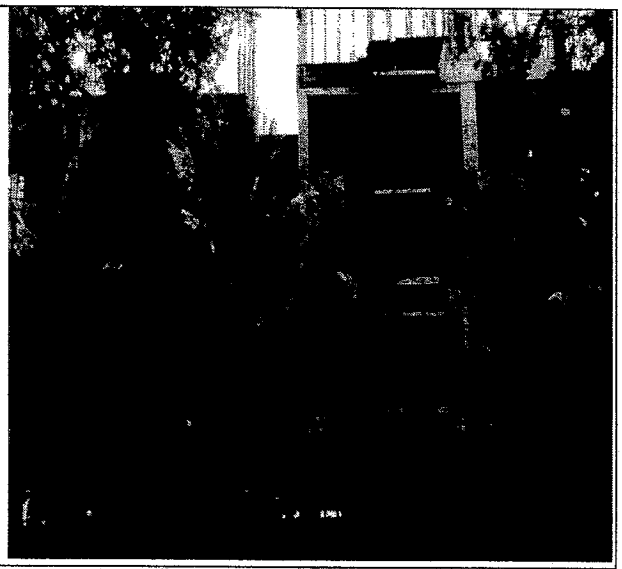

অফিসার্স কোয়ার্টার্সের চলমান নির্মাণ কাজ

স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজাইনকৃত
স্টাফ কোয়ার্টার্সের ত্রিমাত্রিক চিত্র।

স্টাফ কোয়ার্টার্সের চলমান
নির্মাণ কাজ

২৭/৮/১৯

মোঃ হাসানুজ্জামান
ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

২৭/৮/১৯

মোঃ আব্দুল গণি মিনা
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।